প্যারাডক্সিক্যাল আয়েশা

সুমাইয়া জহির

সম্পাদনা
মুহসিন মাশকুর

অদৃশ্য প্রকাশন

প্যারাডক্সিক্যাল আয়েশা
Paradoxical Ayesha
গ্রন্থস্বত্ব : সুমাইয়া জহির
সম্পাদনা : মুহসিন মাশকুর
প্রকাশক : তারুণ্য প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২
দোকান ১৩, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৯-৪৫৬৭২১, ০১৯৭৯-৪৫৬৭২২
E-mail: tarunyaprakashon@gmail.com
মূল্য : ৩৫০ টাকা
Price: Taka 350 only

ISBN: 978-984-96977-0-1

[লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ইমেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।]

অর্পণ

আমার দাদু মরহুমা আয়েশা খাতুন। যিনি এক যুগ আগে, প্রায় একশত বছর হায়াত শেষ করে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু এখনো তিনি আমাদের পরিবারের মেয়েদের আদর্শের মাপকাঠি। আমাদেরকে শেখানো হয়, তোমার দাদু এভাবে ইবাদাত করেছেন, তোমরাও করবে। তোমার দাদু সংসারের এই সিদ্ধান্তটা এভাবে নিয়েছেন, তোমরাও নিতে চেষ্টা করবে। আজ এত বছর পর এসেও যখন আম্মুর কাছ থেকে দাদুর প্রশংসা শুনি, তখন সত্যিই মনে হয়—দাদু একজন আদর্শ 'মা' হওয়ার পাশাপাশি একজন আদর্শ 'শাশুড়ি'ও ছিলেন। ছোটবেলার বেশির ভাগ স্মৃতিতে রয়েছে দাদুর সরব উপস্থিতি। আরশের মালিক যেন জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে আমাদের পুরো পরিবারকে আবারো একত্রিত করেন। সেখানে দাদুর 'আপু' ডাকটা বারবার শুনতে চাই; আর দাদা ভাইয়ার সাথে প্রথমবারের মতো দেখা করতে চাই! (আমিন)

লেখিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (ﷺ)-এর ওপর। শান্তি বর্ষিত হোক আহলে বাইত এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারকারী সাহাবি ও তাবেয়িগণের ওপর।

যুগ যুগ ধরে ইসলামের প্রধান দুশমন যেমন মুনাফিকরা, তেমনি মুসলিম নারীদের প্রধান শত্রু 'ফেমিনিস্ট তথা নারীবাদীরা।' বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের এই উপমহাদেশেও 'নারীবাদ' বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। নারী সাহিত্যিকরা আমাদের ধর্মপ্রিয় মা-বোনদেরকে পর্দার অবরোধ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করেছে। 'নারীবাদ' চর্চা করতে গিয়ে আমাদেরকে গেলানো হয়েছে, একজন নারী ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ 'মানুষ' হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে 'পুরুষ' হচ্ছে। ইদানীং নারীবাদের আরেক ভয়ংকর রূপ হচ্ছে, 'ইসলামি নারীবাদ।' নারীর অধিকার বাস্তবায়নের নামে শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো ইসলামিক ফ্লেভার মেখে উপস্থাপন করে উম্মাহর বোনদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

অনলাইন-অফলাইন সর্বত্র নারীবাদীদের জোরালো উপস্থিতিতে বারবার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মনে মনে অনেক পালটা যুক্তি সাজাতাম, মাঝেসাঝে টুকটাক উত্তর দিতাম, কিন্তু আজ আমার সেই কল্পকথাগুলো মলাটবদ্ধ হয়ে প্রথম কাগুজে সন্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এটা রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ! আলহামদুলিল্লাহ।

বইটিকে পাঠকের কাছে 'সুখপাঠ্য' হিসেবে উপস্থাপন করতে সর্বাধিক চেষ্টা করেছি। সাধারণ নারীবাদ কিংবা ইসলামি নারীবাদ—এই দুই পক্ষের আফসোস, অনুযোগ, অভিযোগগুলোর জবাব হিসেবে কুরআন-হাদিসের যুক্তিগুলো 'আয়েশার' মাধ্যমে পেশ করেছি। দুর্বোধ্য কোনো প্রবন্ধ লিখিনি। বরং সরল-সাবলীল ভাষায় গল্প লিখে আমার যুক্তি, কুরআন-হাদিসের দলিল এবং ফিকহের মাসয়ালাগুলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যেখানে নারীবাদীরা তাদের জবাব খুঁজে পাবে, আর উম্মাহর বোনেরা 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বেছে নিতে পারবে। ভাবনার নাটাইকে বহুদূর ছেড়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখি, বইয়ের আয়েশার মতো অসংখ্য আয়েশা আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে তৈরি হবে। যেখানে নারীরা 'পুরুষ' হয়ে ওঠাকে নিজেদের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করবে না। তারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী যথাযথ পর্দার বিধান মেনে চলবে, আবার কুরআন-সুন্নাহর দলিল পেশ করেই উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদের যথাযথ অধিকার আদায় করে নেবে।

বইটি পড়তে গিয়ে অবচেতন মনেই পাঠক একে জনপ্রিয় সাজিদ সিরিজের ফিমেল ভার্সন ভেবে নিতে পারেন, সেই স্বাধীনতা পাঠকদের রয়েছে। কিন্তু একজন মেয়ের চরিত্র হিসেবে 'আয়েশা'-কে আমি বেশির ভাগ সময়ে ফেমিনিস্টদের মুখোমুখি দাঁড় করেছি। তবে কোথাও কোথাও সে নাস্তিকদের জিজ্ঞাসার জবাবও দিয়েছে।

বইটি লেখা এবং রিভিশনের পর প্রায় এক বছর যাবৎ দ্বিতীয় যে কাজটি করেছি তা হলো, প্রাণভরে দুআ করেছি। দুআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে অসংখ্য প্রয়োজনের ভিড়ে বিড়বিড় করে আওড়াতাম—'আল্লাহ! আমার আয়েশাকে আপনি কবুল করে নিন। কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক একটি শব্দও যদি এই বইয়ে লেখা হয়ে থাকে, আপনি তা সংশোধন করে দিন।'

আরশের মালিকের কাছে আবারো দুহাত তুলে দুআ করছি—'হে আল্লাহ! আপনি এই বইটির মাধ্যমে আমাকে এবং পাঠকদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করুন।' পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, যদি বইটির কোনো বক্তব্যের বিষয়ে আপনার অভিযোগ কিংবা দ্বিমত থাকে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সরাসরি লেখিকা কিংবা প্রকাশনী বরাবর জানাবেন। দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে আপনার সকল পরামর্শকে যথাযথ আন্তরিকতা ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ!

একদম প্রথম দিন যিনি অবচেতন মনে 'প্যারাডক্সিক্যাল আয়েশা' নামটি চয়ন করেছিলেন এবং যুক্তির নিরিখে আমার লেখনীর আগ্রহ দেখে আমাকে আরও লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁর জন্য দুআ করছি, মহান আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আরশের মালিক তাঁকে ঈমান ও আমলের দৌলত ও খাতেমা বিল খায়ের নসিব করুন।

প্রিয় পাঠকদের কাছে দুআ চাই—'প্যারাডক্সিক্যাল আয়েশা' যেন আমার আব্বু-আম্মু, দাদা-দাদু, নানা-নানুসহ সকল আত্মীয়স্বজনের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে মহান আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়। আমার পরিবারের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেন রহমান 'রহমতের বারিধারা' বর্ষণ করেন। ধৈর্য ও সফলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আব্বু-আম্মুকে নিয়ে যেন মানজিলে মাকসাদে পৌঁছাতে পারি। আমিন।

মা'আসসালাম,
সুমাইয়া জহির
৩০ জুলাই, ২০২২

সম্পাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ!
দ্বীনের বুঝ একজন মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জিনিস। ঈমানের চেয়ে বড় দৌলত এই জগতে আর নেই। যার ঈমান আছে তার সব আছে। যার ঈমান নেই তার কিছুই নেই। ঈমানহীন মানুষের মতো এমন হতভাগা ইহ ও পরকালে আর কেউ নেই।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের ওপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা হলো اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ। অর্থাৎ ‘পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ ঈমান আনা ও সালাত আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে, কেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার বিষয়।

মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য অনেক কিছুই করে। কিন্তু যে যা কিছুই করুক না কেন, দিনশেষে প্রতিটি মানুষেরই একটি ভালোবাসা ও বিনোদনের জায়গা থাকে। এই জগতে মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এমন অদ্ভুত কিছু মানুষ তৈরি করেছেন, যারা দিনশেষে একটিমাত্র ভালোবাসা ও বিনোদনের জায়গা খুঁজে পান; তা হলো—জ্ঞান অর্জন। ইসলামি জ্ঞানচর্চা। এই বইটি সেসব মানুষের জন্যই লেখা হয়েছে। ঈমান আনা ও সালাত আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছিল এই জন্যই যে, এটিই মানব

সম্পাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ!
দ্বীনের বুঝ একজন মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জিনিস। ঈমানের চেয়ে বড় দৌলত এই জগতে আর নেই। যার ঈমান আছে তার সব আছে। যার ঈমান নেই তার কিছুই নেই। ঈমানহীন মানুষের মতো এমন হতভাগা ইহ ও পরকালে আর কেউ নেই।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের ওপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা হলো اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ। অর্থাৎ ‘পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ ঈমান আনা ও সালাত আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে, কেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার বিষয়।

মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য অনেক কিছুই করে। কিন্তু যে যা কিছুই করুক না কেন, দিনশেষে প্রতিটি মানুষেরই একটি ভালোবাসা ও বিনোদনের জায়গা থাকে। এই জগতে মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এমন অদ্ভুত কিছু মানুষ তৈরি করেছেন, যারা দিনশেষে একটিমাত্র ভালোবাসা ও বিনোদনের জায়গা খুঁজে পান; তা হলো—জ্ঞান অর্জন। ইসলামি জ্ঞানচর্চা। এই বইটি সেসব মানুষের জন্যই লেখা হয়েছে। ঈমান আনা ও সালাত আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছিল এই জন্যই যে, এটিই মানব

পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিকে নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। শরঈ কোনো ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই বইটিকে সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসিলা করেন। পাঠক-পাঠিকাদের আল্লাহ কঠিন কিয়ামতের দিন কোনো হিসাব ছাড়াই মাফ করে দিন। আমিন।

দুআর মুহতাজ/আরজগুজার

মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর
দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা
৬ সফর, ১৪৪৪ হিজরি
৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

শুরুর গল্প ---------- ১৭
নারী : রহমত, বরকত, জান্নাত ---------- ২১
অনলাইনে দাওয়াহ ---------- ৩২
উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বনাম নারীর হারজিত ------- ৪৩
এগুলো স্রেফ মিথ্যা অপবাদ ---------- ৫৬
ইসলাম কি বহুবিবাহের প্রচারক(?) ---------- ৭৩
জান্নাতে পুরুষের জন্য হুর, নারীর জন্য কী? ------ ৯১
হিজাব-নিকাব-জিলবাব ---------- ১০৬
ঘরে-বাইরে ---------- ১১৯
বিশ্ব অঙ্গনে মুসলিম (?) নারী ---------- ১৩২
মোহর : নারীর অধিকার ---------- ১৪৪
আক্ষেপের ক্যারিয়ার ---------- ১৫৪

নারী : রহমত, বরকত, জান্নাত

পশ্চিমমুখী হয়ে তিন দশক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এই জীর্ণ বাড়িটির ছাদ ছোটবেলা থেকেই আয়েশার অসম্ভব ভালো লাগার একটা জায়গা। জন্মের পর থেকে এই বাড়িতে থাকায়, বড় হওয়ার সাথে সাথে এই ছাদের প্রতি এক অন্যরকম মায়া সৃষ্টি হয়েছে।

কখনো ঘোর বর্ষার বৃষ্টিভেজা ভোরে ছাদে দাঁড়িয়ে কাকভেজা হতে হতে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছে— 'আল্লাহুম্মা সায়্যিবান নাফিয়া!' কিংবা ছাদের রেলিং ধরে শরতের নীল আকাশে ছেঁড়া মেঘের ছোটাছুটি দেখতে দেখতে কতশত বিকেল কাটিয়ে দিয়েছে, কখনো তার ইয়ত্তা নেই।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ চলছে। দুপুরের দিকে আবহাওয়া চেক করতে গিয়ে দেখল তাপমাত্রা ৩৯-এ গিয়ে ঠেকেছে! বিকেলে বাবার জন্য চা বানিয়ে দিয়ে কিছুটা স্বস্তির আশায় ছাদে ছুটল। আশরাফ সাহেব এই একজন মানুষ, শীত-গ্রীষ্ম যা-ই হোক না কেন তিনি নিয়মমাফিক তিন বেলাই চা খাবেন! মাঈশা তখনও টিউশনিতে, সন্ধ্যার পর ফিরবে।

সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতেই ছাদের দরজাতে সামিয়ার সাথে দেখা। সামিয়া তাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে। একটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, আয়েশার ব্যাচমেট। তবে মাঈশার সাথে তার ভালো বন্ধুত্ব আছে। তাদের দুবোনের কমন ফ্রেন্ড ছাড়া বাইরের যে অল্পসংখ্যক ফ্রেন্ড আছে, সামিয়াও তাদের মধ্যে একজন।

পড়াশোনার পাশাপাশি সে ভার্সিটির মেয়েদের একটা সংগঠনের সাথেও জড়িত। আয়েশাদের কলেজেও সামিয়া কয়েকবার সংগঠন থেকে সেমিনারে এসেছিল। তা ছাড়া নারীর অধিকার নিয়ে লেখালেখি করার কারণে ফেসবুকের বিভিন্ন পেইজে-গ্রুপে সামিয়া খুব পরিচিত মুখ। এককথায় সেলিব্রেটি। সে খুব বেশি একটা ছাদে আসে না। তবে আজকে হয়তো গরমে অতিষ্ঠ হয়েই এসেছে।

— 'ভালো আছ?'

সামিয়া কান থেকে ইয়ারফোন সরিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করল,

— 'আমাকে বলছ?'

— 'হুম,তোমাকেই বলছি, আশেপাশে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। ভালো আছ?' একই প্রশ্ন আবারো জিজ্ঞেস করল আয়েশা।

— 'এই তো আছি। তুমি?' ফোনের দিকে তাকিয়েই আয়েশাকে 'পাত্তা' না দেওয়ার ভঙ্গিতে উত্তর দিলো সামিয়া।

— 'আলহামদুলিল্লাহ! ভালো।' এটুকু বলেই ছাদের অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়াল আয়েশা। সামিয়ার ইগনোর করাটা দেখে তার বেশ খারাপ লাগল। স্রেফ প্রতিবেশী হিসেবেই সে কথা বলা শুরু করেছিল। কিন্তু সামিয়া তার দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত কথা বলল না!

সেদিক থেকে মন সরিয়ে পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে চোখ দিলো আয়েশা। কয়েকটা বাচ্চা নিজেদের মতো করে খেলছে। যে খেলার আবিষ্কারকও হয়তো তারা নিজেরাই। ঠিক পাশেই তাদের মায়েদের আলাপচারিতা চলছে। বৈকালিক আড্ডায় মগ্ন থাকলেও মায়েদের উদ্বিগ্ন চোখ ঠিকই বাচ্চাদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। স্মৃতির পাতা

ইসলাম কি বহুবিবাহের প্রচারক?

এক কাপ পারফেক্ট চা বানানোর জন্য আয়েশা তার একটা সিক্রেট নিয়ম অনুসরণ চলে। ক্লাস এইটে থাকতে প্রথম যেদিন নিজ হাতে চা বানিয়েছিল, সেদিন থেকেই সে এই নিয়মের 'আবিষ্কারক!'

আয়েশার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন বিকেলে হঠাৎ বাবার অফিসের একজন কলিগ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের বাসায় এসেছিলেন। মাঈশা সেবার এসএসসি পরীক্ষার্থী থাকায় বিকেলেও তার কোচিং ছিল। আর বাবা সেই মেহমানের সাথে অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে তিনি নিজেও রান্নাঘরে যেতে পারছিলেন না। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই সেদিন জীবনে প্রথমবারের মতো আয়েশা চা বানানোর 'মহাযজ্ঞ' সম্পন্ন করেছিল।

সেদিন মেহমান চলে যাওয়ার পর বাবা রান্নাঘরে এসে চোখেমুখে বেশ তৃপ্তি নিয়ে বলেছিলেন,

— 'আয়েশা, আজ অনেকদিন পর তোর মায়ের হাতের চায়ের স্বাদ পেলাম! রেহু ঠিক এরকমভাবেই চা বানাত।'

সেদিন আনাড়ি হাতে আয়েশা ঠিক কীভাবে কী করেছিল সে নিজেও ভালোভাবে বুঝতে পারেনি, কিন্তু বাবা যখন বলল ওর চায়ের স্বাদটা মায়ের মতো হয়েছে সেটাকে 'বেস্ট কমপ্লিমেন্ট' মনে করে এখন পর্যন্ত সেই রেসিপি অনুসরণ করেই চা বানায়।

তারপর থেকে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন; পরীক্ষা, কোচিং, ক্লাস যাই থাকুক না কেন আয়েশা অন্তত সকাল-বিকেল বাবার জন্য

নিজ হাতে চা বানানোর চেষ্টা করে। আর বাবাও সেটা খুব আয়েশ করে খায়! দেখেই হৃদয়টা শান্তিতে ভরে যায়।

আজও আসর নামাজ পড়ে প্রতিদিনের সেই রুটিনের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বাবাকে চা বানিয়ে দিয়ে নিজের জন্যও এক মগ নিল। বাবার সাথে সাথে তাদের দুই বোনেরও চা খাওয়ার অভ্যাসটা বেশ ভালোই রপ্ত হয়েছে।

চায়ের মগটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এলো। আয়েশার কাছে মনে হয়, বিশাল আকাশের সৌন্দর্য ছাড়া বিকেলের চায়ের স্বাদটা ঠিক জমে না। ছাদে আসা সম্ভব না হলেও চা খেতে খেতে অন্তত জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে না পারলেও আয়েশার মনে হয়, 'চায়ের একটা মেইন উপকরণ বাদ পড়ে গেছে!'

ছাদে উঠে তার প্রিয় কর্নারে বসে চায়ের মগে একবার চুমুক দিতেই পেছন থেকে ফারিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে এতক্ষণ ছাদেই ছিল, আরেক কর্নারে থাকায় আয়েশা তাকে খেয়াল করেনি। ফারিয়াদের পরিবার আয়েশাদের বিল্ডিংয়ের নিচতলায় থাকে। নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এতদিনে সে আয়েশার ক্লাসেই পড়ত। কিন্তু প্রায় তিন বছর আগে তার বিয়ে হয়ে যায়, আর বিয়ের পর স্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়।

আগে আয়েশার সাথে যতটুকু কথা হতো তাতে ফারিয়াকে ওর কাছে বেশ ভালোই লাগত, কিন্তু ইদানীং বিয়ের পর ফারিয়ার সাথে আর তেমন একটা কথা হয় না। মাঝে মাঝে ছাদে দেখা হলে কেমন আছ, কী করো, ব্যাস এতটুকুই!

আয়েশা খেয়াল করল ফারিয়ার সাথে আজকে আরো দুজন মেয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা আয়েশা আর ফারিয়ার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। দুজনেই প্রায় একই ডিজাইনের ড্রেস পরেছে। শুধু

জান্নাতে পুরুষের জন্য হুর, নারীর জন্য কী?

লাস্ট ক্লাসটা শেষ হতেই আয়েশা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ইতোমধ্যেই ২টা ৩৪ বাজে। জ্যাম ঠেলে বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত আদৌ পাবে কি না সেটা ভেবেই সে অস্থির হয়ে গেল। যদিও বাসা থেকে ক্যাম্পাস রিকশার দূরত্ব, তারপরেও এই রোডের ট্রাফিক জ্যাম ভয়াবহ!

শালীনতা বজায় রেখে যত দ্রুত হাঁটা যায় আয়েশা ঠিক সে গতিতে হেঁটে মাঈশার ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোচ্ছে। আর অনবরত মাঈশাকে কল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো রেসপন্সই নেই। নিশ্চিত ফোন সাইলেন্ট। এই ফোন সাইলেন্ট করে রাখাটা মাইশার একটা পুরোনো বদভ্যাস।

'যার ক্লাসের শিডিউল যে সময়েই থাকুক না কেন একসাথেই আসা যাওয়া করতে হবে'; এটা বাবার কড়া নির্দেশ। দুই বোন কখনোই এই নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখায়নি। মাঈশাদের ডিপার্টমেন্টের সামনের খালি জায়গাটায় মোটামুটি বড় একটা জটলা দেখল। দুই কারণে আয়েশা হাঁটা বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথমত, মাঈশা আছে কি না খোঁজার চেষ্টা করল। দ্বিতীয়ত, উৎসুক দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করল, এখানে আসলে হচ্ছেটা কী? দূর থেকে ঠিক বুঝতে না পেরে আরেকটু কাছে গিয়ে দেখল, ছয়জন মেয়ে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো